ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ

ফিকহ ৪র্থ পত্র: আল কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ (পত্র কোড-৬৩১১০৪)

রচনামূলক প্রশ্ন- গ্রন্থকার পরিচিতি

১. **ما هو الاسم الكامل للعلامة ابن نجيم الحنفي، ومتى وأين كانت ولادته؟ وتحدث بالتفصيل عن نشأته العلمية والبيئة التي ساهمت في تكوينه الفقهي والأصولي.** [আল-আল্লামা ইবন নুজাইম আল-হানাফীর পূর্ণ নাম কী? এবং কখন ও কোথায় তাঁর জন্ম হয়েছিল? তাঁর ইলমী প্রতিপালন (academic upbringing) এবং যে পরিবেশ তাঁর ফিকহি ও উসূলী গঠনে অবদান রেখেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

২. **اذكر أهم رحلاته العلمية التي قام بها ابن نجيم لطلب العلم، وما هي المدن أو المراكز العلمية التي زارها، وما تأثير هذه الرحلات على علمه ومنهجه؟** [ইবনে নুজাইম জ্ঞান অর্জনের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসফর করেছিলেন, সেগুলো উল্লেখ কর। তিনি কোন কোন শহর বা ইলমী কেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন এবং এসব সফরে তার জ্ঞান ও পদ্ধতির উপর কী প্রভাব ছিল?]

৩. **من هم أشهر شيوخ العلامة ابن نجيم الحنفي؟ اذكر أبرز ثلاثة منهم واشرح إسهاماتهم في تكوينه العلمي والفكري.** [আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-হানাফীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ (শায়খ) কারা? তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ কর এবং তাঁর জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনে তাঁদের অবদান ব্যাখ্যা কর।]

৪. **من هم أبرز تلاميذه الذين تخرجوا على يديه؟ وكيف ساهموا في نشر مذهبه الحنفي وعلومه من بعده؟** [তাঁর হাতে গড়ে ওঠা সবচেয়ে বিশিষ্ট ছাত্রগণ কারা? এবং তাঁর পর তাঁর হানাফী মাযহাব ও ইলম প্রচারে তাঁরা কীভাবে অবদান রেখেছিলেন?]

৫. **اشرح مكانة ابن نجيم العلمية بين علماء عصره والذين جاءوا بعده ومبين الأسباب التي جعلته مرجعا في الفقه الحنفي وقواعده.** [তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী আলেমদের মাঝে ইবনে নুজাইমের ইলমী অবস্থান ব্যাখ্যা কর এবং হানাফী ফিকহ ও তার নীতিমালার ক্ষেত্রে তাঁকে কেন কর্তৃপক্ষ (মারজা) হিসেবে গণ্য করা হয়, তার কারণগুলি বর্ণনা কর।]

গ্রন্থ পরিচিতি

৬. **تحدث بالتفصيل عن كتاب "الأشباه والنظائر"؛ موضوعه، منهجه، وقيمته العلمية في الفقه الحنفي والقواعد الفقهية.** [কিতাব 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর; এর বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং হানাফী ফিকহ ও ফিকহি নীতিমালার ক্ষেত্রে এর ইলমী মূল্য কী?]

৭. **متى وأين كانت وفاة العلامة ابن نجيم الحنفي؟ وما هي أبرز الأحداث التي سبقت أو صاحبت وفاته؟ وما هو الأثر الذي تركه في المكتبة الإسلامية؟** [আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-হানাফীর মৃত্যু কখন এবং কোথায় হয়েছিল? তাঁর মৃত্যুর আগে বা সে সময়কার প্রধান ঘটনাগুলো কী ছিল? এবং ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি কী প্রভাব রেখে গেছেন?]

৮. **ما هو التعريف بكتاب "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، وما هو موضوعه الرئيسي وهدفه الأساسي الذي ألف من أجله؟** [ইবনে নুজাইমের কিতাব "আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর"-এর সংজ্ঞা কী? এর প্রধান বিষয়বস্তু কী এবং এটি রচনার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?]

৯. **اذكر أبرز ميزات (خصائص) كتاب "الأشباه والنظائر" التي تميزه عن غيره من مؤلفات القواعد الفقهية.** ['আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ (খাসায়িস) উল্লেখ কর, যা একে ফিকহি কায়দার অন্যান্য রচনা থেকে আলাদা করেছে।]

১০. **اشرح بالتفصيل منهج المؤلف ابن نجيم في ترتيب الكتاب وتصنيفه للمواد وكيف ربط بين القواعد الكلية والأسئلة الجزئية؟** [কিতাবের বিন্যাস ও বিষয়বস্তু শ্রেণীকরণে লেখক ইবনে নুজাইমের পদ্ধতি (মানহাজ) বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং তিনি কীভাবে মৌলিক নীতিমালা (কুল্লী কায়দা) ও আংশিক মাসআলাগুলোর (জুযঈ আসইলা) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছেন?]

১১. **ما هي أقسام ومحتويات كتاب "الأشباه والنظائر" الرئيسية؟ وضح كيف تناول المؤلف كل قسم بالتفصيل؟** ['আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের প্রধান বিভাগ ও বিষয়বস্তু কী কী? লেখক কীভাবে প্রতিটি অংশ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, তা স্পষ্ট কর।]

১২. **ما هي منزلة كتاب "الأشباه والنظائر" بين كتب أصول الفقه وكتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي؟** [হানাফী মাযহাবের উসূলুল ফিকহের

কিতাব এবং ফিকহি কায়দার কিতাবগুলোর মধ্যে 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের অবস্থান (মানযিলা) কী?]

১৩. **كيف أثر كتاب "الأشباه والنظائر" على علماء الحنفية من بعده؟ وما هي أهم الشروحات والتعليقات التي ألفت عليه؟** ['আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবটি তাঁর পরবর্তী হানাফী আলেমদের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল? এবং এর উপর রচিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য (শরাহাত) ও টীকাগুলো (তালীকাত) কী কী?]

১৪. **وضح عناية العلماء المعاصرين والقدامى بكتاب "الأشباه والنظائر" ومبينا أسباب لجوئهم إليه كمرجع في استنباط الأحكام.** ['আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের প্রতি প্রাচীন ও সমসাময়িক আলেমদের মনোযোগ (ইনায়া) ব্যাখ্যা কর, এবং শরয়ী বিধান উদ্ভাবনে এটিকে কেন তারা সূত্র (মারজা) হিসেবে ব্যবহার করেন, তার কারণগুলো স্পষ্ট কর।]

১৫. **كيف ساهم "الأشباه والنظائر" في حل المسائل الفقهية المعقدة في المذهب الحنفي مع ذكر مثال عملي يوضح ذلك؟** [হানাফী মাযহাবের জটিল ফিকহি মাসয়ালা সমাধানে "আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর" কীভাবে অবদান রেখেছে, তা ব্যাখ্যা কর এবং এটি স্পষ্ট করার জন্য একটি বাস্তব উদাহরণ দাও।]

গ্রন্থকার পরিচিতি

প্রশ্ন-১: আল-আল্লামা ইবন নুজাইম আল-হানাফীর পূর্ণ নাম কী? এবং কখন ও কোথায় তাঁর জন্ম হয়েছিল? তাঁর ইলমী প্রতিপালন (academic upbringing) এবং যে পরিবেশ তাঁর ফিকহি ও উসূলী গঠনে অবদান রেখেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। (ما هو الاسم الكامل للعلامة ابن نجيم الحنفي، ومتى وأين كانت ولادته؟ وتحدث بالتفصيل عن نشأته العلمية والبيئة التي ساهمت في تكوينه الفقهي والأصولي)

ভূমিকা (مقدمة):

হিজরি দশম শতাব্দীর ফিকহ আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)। ফিকহে হানাফীর তাহকিক, মাসআলা চয়ন এবং কায়দা প্রণয়নে তাঁর দক্ষতা এতটাই প্রখর ছিল যে, তাঁকে সমসাময়িক ও পরবর্তী আলেমগণ 'আবু হানিফা আস-সানি' (أبو حنيفة الثاني) বা 'দ্বিতীয় আবু হানিফা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। হানাফী মাযহাবের শেষরদিকের এই মহান ইমামের জীবনী ও ইলমী পরিবেশ সম্পর্কে জানা প্রত্যেক ফিকহ শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য।

নাম ও বংশপরিচয় (الاسم والنسب):

তাঁর পূর্ণ নাম ও নসবনামা হলো: জয়নুদ্দিন ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইবরাহিম আল-মিসরী।

- **উপাধি (لقب):** জয়নুদ্দিন (দ্বীনের সৌন্দর্য)।
- **কুনিয়াত (كنية):** আবু হানাফী (তবে তিনি 'ইবনে নুজাইম' নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ)।
- **মাযহাব:** হানাফী।

জন্ম (المولد):

এই মহান ফকিহ ৯২৬ হিজরি সনে (১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ) মিশরের কায়রো (القاهرة) নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত, দ্বীনদার ও আল্লাহভীরু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান কায়রো তখন ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

ইলমী প্রতিপালন ও শিক্ষা জীবন (النشأة العلمية):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর ইলমী জীবন শুরু হয় অত্যন্ত বরকতময় পরিবেশে। তাঁর ইলমী প্রতিপালনের ধাপগুলো নিম্নরূপ:

- **কুরআন হিফজ:** বাল্যকালেই তিনি পবিত্র কুরআন কারিম হিফজ সম্পন্ন করেন এবং তাজবিদ শিক্ষা করেন।
- মৌলিক কিতাব অধ্যয়ন: এরপর তিনি আরবী ব্যাকরণ (নাহু-সরফ), ফিকহ ও উসূলের প্রাথমিক কিতাবগুলো মুখস্থ ও আয়ত্ত করেন। তাঁর মুখস্থকৃত কিতাবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. কানযুদ দাকায়িক (ফিকহ)

২. আল-মানার (উসূল)

৩. আশ-শাতিবিয়্যা (কিরাআত)

- **উচ্চশিক্ষা গ্রহণ:** প্রাথমিক স্তর শেষ করে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিমদের সান্নিধ্যে যান। তিনি দীর্ঘকাল শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া এবং শায়খ আমিনুদ্দিন ইবনে আব্দুল আল-এর সোহবতে থেকে ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশেষ করে হানাফী ফিকহের সুক্ষ্ম বিষয়গুলো তিনি তাঁদের থেকেই আহরণ করেন।

ফিকহি ও উসূলী গঠনে পরিবেশের অবদান (أثر البيئة في تكوينه):

আল্লামা ইবনে নুজাইমের ইলমী ব্যক্তিত্ব গঠনে তৎকালীন মিশরের পরিবেশ ও পারিবারিক আবহ ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

১. পারিবারিক প্রভাব: তাঁর পিতা ছিলেন একজন সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যবসায়ী। পিতার হালাল উপার্জন এবং ভাই সিরাজুদ্দিন ইবনে নুজাইম (যিনি নিজেও 'আন-নাহরুল ফায়েক' প্রণেতা এবং বড় আলেম ছিলেন)-এর সাহচর্য তাঁকে ইলমের পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছিল।

২. কায়রোর ইলমী পরিবেশ: মামলুক সালতানাতের শেষ এবং উসমানী খিলাফতের শুরুর দিকে কায়রো ছিল বিশ্বের অন্যতম সেরা ইলমী মারকায। আল-আজহার এবং

অন্যান্য মাদরাসার ইলমী হালাকা, বড় বড় লাইব্রেরি এবং বিদগ্ধ পন্ডিতদের উপস্থিতি তাঁর মেধা বিকাশে সহায়ক ছিল।

৩. তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতা: ইলমী পরিবেশের পাশাপাশি তিনি সুফি তরিকতের চর্চাও করতেন, যা তাঁর ফিকহি দৃষ্টিভিঙ্গিতে ভারসাম্য (ই'তিদাল) এনেছিল।

উপসংহার (خاتمة):

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের এক বিস্ময়। কায়রোর উর্বর ইলমী পরিবেশ, পারিবারিক দ্বীনদারী এবং নিজের কঠোর সাধনা (মুজাহাদা) তাঁকে ফিকহে হানাফীর এক স্তম্ভে পরিণত করেছিল। মাত্র ৪৪ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি যা রেখে গেছেন, তা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

প্রশ্ন-২: ইবনে নুজাইম জ্ঞান অর্জনের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসফর করেছিলেন, সেগুলো উল্লেখ কর। তিনি কোন কোন শহর বা ইলমী কেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন এবং এসব সফরে তার জ্ঞান ও পদ্ধতির উপর কী প্রভাব ছিল? (اذكر أهم رحلاته العلمية التي قام بها ابن نجيم لطلب العلم، وما هي المدن أو المراكز العلمية التي زارها، وما تأثير هذه الرحلات على علمه ومنهجه؟)

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামী জ্ঞানার্জনের ইতিহাসে 'রিহলাহ' বা শিক্ষাসফর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর জীবনের সিংহভাগ সময় কেটেছে জন্মভূমি মিশরে, তবুও তাঁর সীমিত সংখ্যক সফর ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ। তাঁর এই সফরগুলো তাঁর ফিকহি মানহাজ বা কর্মপদ্ধতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইবনে নুজাইমের শিক্ষাসফর (رحلاته العلمية):

আল্লামা ইবনে নুজাইমের সফরকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. আভ্যন্তরীণ সফর (মিসরের ভেতরে): তিনি কায়রোর বিভিন্ন মহল্লা এবং ইলমী মজলিসে ঘুরে ঘুরে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শায়খদের (মাশায়েখ) থেকে ইলম হাসিল করেছেন। কায়রো তখন নিজেই ছিল ইলমের মহাসাগর, তাই অন্য দেশে যাওয়ার খুব একটা প্রয়োজন অনুভূত হতো না।

২. হিজাজ সফর (মক্কা ও মদীনা): তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফর ছিল হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনা সফর। এটি কেবল ইবাদত ছিল না, বরং এটি ছিল একটি বিশাল ইলমী সম্মেলন।

পরিদর্শনকৃত ইলমী কেন্দ্রসমূহ (المراكز العلمية التي زارها):

তিনি যেসব ইলমী কেন্দ্র পরিদর্শন ও অবস্থান করেছিলেন, তার মধ্যে প্রধান হলো:

- **আল-আজহার ও কায়রোর মাদরাসাসমূহ:** এটি ছিল তাঁর ইলম চর্চার মূল কেন্দ্র ও ভিত্তি।
- **মসজিদুল হারাম (মক্কা মোকাররমা):** হজ্জের সফরে তিনি মক্কার ফকিহদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, ইলমী মতবিনিময় (মুজাকারা) করেন এবং সমসাময়িক আলেমদের দারসে শরিক হন।
- **মসজিদুন নববী (মদীনা মোনাওয়ারা):** এখানেও তিনি সমসাময়িক মুহাদ্দিস ও ফকিহদের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং হাদীস ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান আহরণ করেন।

জ্ঞান ও পদ্ধতির ওপর সফরের প্রভাব (أثر الرحلات على علمه ومنهجه):

তাঁর এই সফরগুলো, বিশেষ করে হজ্জের সফর তাঁর চিন্তাধারা ও ফিকহি মেজাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

- **দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা (Shattering Narrow-mindedness):** মক্কা-মদীনায় বিভিন্ন মাযহাব ও দেশের ফকিহদের সাথে সাক্ষাতের ফলে তাঁর চিন্তায় সংকীর্ণতার পরিবর্তে উদারতা ও ব্যাপকতা (Wide Vision) তৈরি হয়। তিনি মাযহাবী গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে দালিলিক আলোচনায় অভ্যস্ত হন।
- **ফিকহি গভীরতা ও প্রয়োগ:** কায়রোর হানাফী ফিকহের সাথে হিজাজের আলেমদের ইলমের সংমিশ্রণে তাঁর ফিকহি বিশ্লেষণ আরও ক্ষুরধার হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ফতোয়ার পরিবর্তন হতে পারে।

- **আধ্যাত্মিকতা ও ইখলাস:** বাইতুল্লাহ ও রওজা পাকের জিয়ারত তাঁর অন্তরে রুহানিয়্যত বা আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে। তাঁর কিতাব 'আল-আশবাহ'-এর ভূমিকায় যে বিনয় ও ইখলাস প্রকাশ পেয়েছে, তা এই সফরেরই ফসল।

- **উসূলের বাস্তবমুখী প্রয়োগ:** বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সমস্যা (মাসআলা) দেখার ফলে তিনি 'উসুলুল ফিকহ' বা মূলনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী পদ্ধতি গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

উদাহরণ (أمثلة):

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর'-এ তিনি 'আল-আদাতু মুহাক্কামাতুন' (প্রথা বা রেওয়াজ ফয়সালাকারী)-এই কায়দাটি বর্ণনার সময় যে উদাহরণ ও বিশ্লেষণ এনেছেন, তা প্রমাণ করে যে তিনি বিভিন্ন সমাজের 'উরফ' (প্রথা) সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, যা সফরের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল।

উপসংহার (خاتمة):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) খুব বেশি দেশ ভ্রমণ করেননি সত্য, কিন্তু তিনি জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছিলেন এবং হিজাজ সফরের মাধ্যমে নিজের ইলমকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন। তাঁর এই সীমিত কিন্তু গভীর সফর তাঁর ফিকহি পদ্ধতিকে করেছে বাস্তবমুখী ও জনকল্যাণমূলক, যা হানাফী মাযহাবের পরবর্তীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে আছে।

প্রশ্ন-৩: আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-হানাফীর প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ ও তাঁর জ্ঞানগত গঠনে তাঁদের অবদান

من هم أشهر شيوخ العلامة ابن نجيم الحنفي؟ اذكر أبرز ثلاثة منهم واشرح إسهاماتهم في تكوينه العلمي والفكري)

ভূমিকা (مقدمة):

একজন আলেমের ইলমী ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর শিক্ষকদের (মাশায়েখ) ভূমিকা অনস্বীকার্য। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর সৌভাগ্য ছিল যে, তিনি কায়রোর শ্রেষ্ঠতম ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁরা কেবল তাঁকে কিতাবী ইলমই শিক্ষা দেননি, বরং ফিকহি প্রজ্ঞা ও চিন্তার গভীরতাও তৈরি করে দিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ (أشهر شيوخه):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বহু শায়খের নিকট ইলম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তিনজন হলেন:

১. শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া (রহ.)

২. শায়খ আমিনুদ্দিন ইবনে আব্দুল আল (রহ.)

৩. শায়খ আবুল ফায়ুদ আস-সালামি (রহ.)

শিক্ষকদের অবদান ও প্রভাব (إسهاماتهم وتأثيرهم):

নিচে এই তিন মহান শিক্ষকের অবদান ছক আকারে আলোচনা করা হলো:

শিক্ষকের নাম	পরিচিতি ও অবদান
১. শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া (রহ.)	তিনি ছিলেন ইবনে নুজাইমের অন্যতম প্রধান উস্তাদ। তাঁর নিকট ইবনে নুজাইম **ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রের** জটিল বিষয়গুলো সমাধান করে নিতেন। শায়খ শরফুদ্দিনের পাঠদান পদ্ধতি ইবনে নুজাইমকে মাসআলার গভীরে প্রবেশ করতে (তাহকিক) শিখিয়েছিল।
২. শায়খ আমিনুদ্দিন ইবনে আব্দুল আল (রহ.)	তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের এক স্তম্ভ। ইবনে নুজাইম তাঁর নিকট দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি **হানাফী ফিকহের সুক্ষ্ম কায়দাগুলো** আয়ত্ত করেন। 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' রচনার অনুপ্রেরণা অনেকাংশে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি থেকে পাওয়া।
৩. শায়খ আবুল ফায়ুদ আস-সালামি (রহ.)	তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস ও সুফি সাধক। ইবনে নুজাইম তাঁর নিকট **হাদিস ও তাসাউফের** দীক্ষা নেন। তাঁর সোহবত ইবনে নুজাইমের চরিত্রে বিনয় (তাওয়াজু) এবং রুহানিয়্যত তৈরি করেছিল।

জ্ঞানগত গঠনে সামগ্রিক প্রভাব (التأثير العام):

এই মহান শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইবনে নুজাইমের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণ তৈরি হয়েছিল:

- **ফিকহি মালাকা (প্রজ্ঞা):** মাসআলা উদ্ঘাটন বা ইস্তিম্বাতের যোগ্যতা।

- **উদারতা ও আধ্যাত্মিকতা:** ফতোয়া প্রদানে কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয়তা ও আল্লাহভীতি।

উপসংহার (خاتمة):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) যা কিছু অর্জন করেছেন, তার মূলে ছিল তাঁর এই মহান উস্তাদদের দোয়া ও দিকনির্দেশনা। তিনি নিজেই তাঁর কিতাবে শ্রদ্ধাভরে তাঁদের কথা স্মরণ করেছেন, যা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন-৪: ইবনে নুজাইমের বিশিষ্ট ছাত্রগণ এবং হানাফী মাযহাব প্রচারে তাঁদের অবদান

من هم أبرز تلاميذه الذين تخرجوا على يديه؟ وكيف ساهموا في نشر مذهبه (الحنفي وعلومه من بعده؟)

ভূমিকা (مقدمة):

'আলেমের মৃত্যু হলেও তাঁর ইলম বেঁচে থাকে তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে।' আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এমন একদল যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করে গিয়েছিলেন, যারা তাঁর ইন্তেকালের পর হানাফী ফিকহের ঝান্ডা উড্ডীন রেখেছিলেন এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

বিশিষ্ট ছাত্রগণ (أبرز تلاميذه):

তাঁর হাতে গড়া ছাত্রদের তালিকা দীর্ঘ, তবে তাঁদের মধ্যে জগতবিখ্যাত কয়েকজন হলেন:

১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-তামুরতাশি (রহ.)

২. তাঁর সহোদর ভাই শায়খ সিরাজুদ্দিন উমর ইবনে নুজাইম (রহ.)

৩. শায়খ আবদুর রহমান আল-মাকদিসি (রহ.)

মাযহাব ও ইলম প্রচারে ছাত্রদের অবদান (مساهمتهم في نشر العلم):

ইবনে নুজাইমের ছাত্ররা হানাফী মাযহাবের প্রচারে যে অবদান রেখেছেন, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

- **১. আল্লামা আল-তামুরতাশি (রহ.):**
  - **অবদান:** তিনি ইবনে নুজাইমের সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র। তিনি **'তানভিরুল আবসার'** (تنوير الأبصار) নামক কিতাব রচনা করেন, যা হানাফী ফিকহের অন্যতম মূল কিতাব (মাতন) হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীতে এই কিতাবের ওপর ভিত্তি করেই 'আদ-দুররুল মুখতার' ও 'রদ্দুল মুহতার' (ফতোয়ায়ে শামী) রচিত হয়।
  - **গুরুত্ব:** উস্তাদের ফিকহি ধারা বজায় রেখে তিনি হানাফী মাযহাবকে পরবর্তীদের জন্য সহজবোধ্য করে তোলেন।
- **২. শায়খ সিরাজুদ্দিন উমর ইবনে নুজাইম (রহ.):**
  - **অবদান:** তিনি কেবল ছাত্রই ছিলেন না, ছিলেন ইবনে নুজাইমের ছোট ভাই। ইবনে নুজাইম তাঁর বিখ্যাত কিতাব **'আল-বাহরুর রায়িক'** (البحر الرائق) শেষ করে যেতে পারেননি। শায়খ সিরাজুদ্দিন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই কিতাবের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করেন।
  - **অন্যান্য রচনা:** তিনি **'আন-নাহরুল ফায়েক'** (النهر الفائق) নামেও একটি কিতাব রচনা করেন, যা ফিকহি গভীরতায় অনন্য।
- **৩. ফতোয়া ও শিক্ষাদান:**
  - তাঁর ছাত্ররা মিশর, শাম (সিরিয়া) ও হিজাজসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ইবনে নুজাইমের **'উসুল ও কায়দা'** ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি চালু রাখেন, যার ফলে হানাফী মাযহাবের মাসআলাগুলো নতুন প্রজন্মের কাছে যুক্তিনির্ভর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদাহরণ (أمثلة):

আজ আমরা হানাফী ফিকহের যে বিশাল ভাণ্ডার (যেমন- ফতোয়ায়ে শামী) দেখি, তার মূল ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আল্লামা ইবনে নুজাইম, আর সেই ভিত্তির ওপর ইমারত গড়ে তুলেছেন তাঁর ছাত্র আল-তামুরতাশি (রহ.)।

উপসংহার (خاتمة):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর ছাত্ররা ছিলেন তাঁর ইলমী বাগানের সতেজ ফল। তাঁদের লেখনী, ফতোয়া এবং পাঠদানের মাধ্যমেই ইবনে নুজাইমের নাম ও তাঁর ফিকহি গবেষণা আজও মুসলিম বিশ্বে জীবিত আছে।

প্রশ্ন-৫: তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী আলেমদের মাঝে ইবনে নুজাইমের ইলমী অবস্থান ব্যাখ্যা কর এবং হানাফী ফিকহ ও তার নীতিমালার ক্ষেত্রে তাঁকে কেন কর্তৃপক্ষ (মারজা) হিসেবে গণ্য করা হয়, তার কারণগুলি বর্ণনা কর।
اشرح مكانة ابن نجيم العلمية بين علماء عصره والذين جاءوا بعده ومبين (الأسباب التي جعلته مرجعا في الفقه الحنفي وقواعده)

ভূমিকা (مقدمة):

হানাফী ফিকহের ইতিহাসে আল্লামা জয়নুদ্দিন ইবনে নুজাইম (রহ.) এমন এক উচ্চমাকামের অধিকারী, যাকে হিজরি দশম শতাব্দীর 'মুজাদ্দিদ' (সংস্কারক) বা 'আবু হানিফা আস-সানি' (দ্বিতীয় আবু হানিফা) বলা হয়। ফিকহি মাসআলা চয়ন, তারজিহ (প্রাধান্য দেওয়া) এবং উসূলের প্রয়োগে তাঁর অবস্থান ছিল শিখরস্পর্শী।

সমসাময়িক ও পরবর্তী আলেমদের মাঝে তাঁর অবস্থান (مكانته العلمية):

১. সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে: যদিও তিনি বয়সে নবীন ছিলেন (মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন), তবুও তাঁর যুগের বড় বড় মাশায়েখ এবং ফকিহগণ জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকতেন। মিশরের প্রধান মুফতি হিসেবে তাঁর ফতোয়াই ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

২. পরবর্তী আলেমদের দৃষ্টিতে: তাঁর ইন্তেকালের পর হানাফী মাযহাবের যত কিতাব রচিত হয়েছে, বিশেষ করে 'ফতোয়ায়ে শামী' (রদ্দুল মুহতার), সেখানে ইবনে নুজাইমের মতামতকে 'ফয়সালাকারী দলিল' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁকে 'আল-মুহাক্কিক' (গবেষক) উপাধিতে স্মরণ করেছেন।

হানাফী ফিকহে তাঁকে 'কর্তৃপক্ষ' (মারজা) মানার কারণসমূহ (أسباب كونه مرجعًا):

কেন আল্লামা ইবনে নুজাইমকে হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'মারজা' বা আস্থাশীল সূত্র মনে করা হয়, তার প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- ১. ফিকহি কায়দার প্রবর্তন ও বিন্যাস (التأصيل والتقعيد):

তিনিই প্রথম হানাফী মাযহাবে ফিকহি কায়দা বা নীতিমালাগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে একত্রিত করেন। তাঁর রচিত 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' কিতাবটি বিক্ষিপ্ত ফিকহি মাসআলাগুলোকে নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে নিয়ে আসে, যা ফিকহ চর্চাকে সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত করেছে।

- ২. তাহকিক বা গবেষণাধর্মী লেখনী (التحقيق العلمي):

তিনি পূর্ববর্তীদের কথা কেবল নকল (Copy) করেননি, বরং প্রতিটি মাসআলা দালিলিক প্রমাণের আলোকে যাচাই-বাছাই (Tahqiq) করেছেন। তাঁর কিতাব 'আল-বাহরুর রায়িক' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে তিনি হানাফী ফিকহের দুর্বল মতগুলো বর্জন করে শক্তিশালী মতগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

- ৩. উসূল ও ফুরু-এর সমন্বয় (الجمع بين الأصول والفروع):

অধিকাংশ আলেম হয় শুধু উসূল (নীতিমালা) নিয়ে কাজ করতেন, নয়তো শুধু ফুরু (শাখা মাসআলা) নিয়ে। ইবনে নুজাইম ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি উসূলের সাথে ফুরু-এর চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

- ৪. যুগের চাহিদা ও 'উরফ' বিবেচনা (مراعاة العرف):

তিনি ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সমসাময়িক 'উরফ' বা সামাজিক প্রথাকে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর বিখ্যাত কায়দা 'আল-আদাতু মুহাক্কামাতুন' (প্রথা ফয়সালাকারী)-এর সঠিক প্রয়োগ দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ফিকহ কোনো স্থবির বিষয় নয়।

উদাহরণ (أمثلة):

হানাফী ফিকহের পরবর্তী যুগের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব 'রদ্দুল মুহতার'-এ আল্লামা শামী (রহ.) অসংখ্য জায়গায় লিখেছেন, "মিশরীয় ফকিহ ইবনে নুজাইম তাঁর আল-বাহর গ্রন্থে যা তাহকিক করেছেন, সেটিই গ্রহণযোগ্য।" এটি প্রমাণ করে যে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি কতটা নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

উপসংহার (خاتمة):

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং ফিকহি কায়দা প্রণয়নের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবে এক অবিস্মরণীয় স্থান দখল করে আছেন। তিনি কেবল একজন ফকিহ ছিলেন না, বরং ছিলেন ফিকহি নীতিমালার এক মহান স্থপতি। একারণেই কিয়ামত পর্যন্ত ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি এক নির্ভরযোগ্য 'মারজা' বা আশ্রয়স্থল হয়ে থাকবেন।

গ্রন্থ পরিচিতি

প্রশ্ন-৬: কিতাব 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর; এর বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং হানাফী ফিকহ ও ফিকহি নীতিমালার ক্ষেত্রে এর ইলমী মূল্য কী?

تحدث بالتفصيل عن كتاب "الأشباه والنظائر"؛ موضوعه، منهجه، وقيمته العلمية في الفقه الحنفي والقواعد الفقهية)

ভূমিকা (مقدمة):

উসুলুল ফিকহ এবং ফিকহি কায়দা শাস্ত্রের ইতিহাসে 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' (الأشباه والنظائر) এক অনন্য সংযোজন। হানাফী মাযহাবে ফিকহি কায়দা বা নীতিমালার ওপর রচিত এটিই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর এই কালজয়ী রচনাটি ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য এক অপরিহার্য পাথেয়।

কিতাবের নাম ও নামকরণ (تسمية الكتاب):

কিতাবটির পূর্ণ নাম হলো 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর'।

- **আল-আশবাহ (الأشباه):** ওই সকল মাসআলা যা একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু হুকুম ভিন্ন হতে পারে।
- আন-নাযাইর (النظائر): ওই সকল মাসআলা যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই একে অপরের মতো এবং হুকুমও এক।

যেহেতু এই কিতাবে সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলা এবং নীতিমালার আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর'।

বিষয়বস্তু (موضوع الكتاب):

এই কিতাবের মূল বিষয়বস্তু হলো 'আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ' (القواعد الفقهية) বা ফিকহি নীতিমালা। বিক্ষিপ্ত হাজারো মাসআলাকে অল্প কিছু মূলনীতির অধীনে এনে সহজভাবে উপস্থাপন করাই এর উপজীব্য।

রচনাপদ্ধতি ও বিন্যাস (منهج المؤلف):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর এই কিতাবটিকে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও চমৎকার পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন। তিনি পুরো কিতাবকে ৭টি ফন বা বিভাগে (الفنون السبعة) বিভক্ত করেছেন:

- **প্রথম ফন (الفن الأول):** ফিকহি কায়দাসমূহ (القواعد الكلية)। এটি কিতাবের প্রাণ। এখানে তিনি ২৫টি মৌলিক কায়দা এবং ১৮টি সাধারণ কায়দাসহ মোট ৯৯টি কায়দা আলোচনা করেছেন। যেমন: *"আল-উমুরু বি-মাকাসিদিহা"* (নিয়তের ওপরই কাজের ফলাফল নির্ভরশীল)।

- **দ্বিতীয় ফন (الفن الثاني):** উপকারিতা ও মূলনীতি (الفوائد)। এখানে ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ের দুর্লভ ও প্রয়োজনীয় মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

- **তৃতীয় ফন (الفن الثالث):** একত্রীকরণ ও পার্থক্যকরণ (الجمع والفرق)। সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয়।

- **চতুর্থ ফন (الفن الرابع):** ধাঁধাঁ বা আলগাজ (الألغاز)। বুদ্ধিবৃত্তিক ফিকহি ধাঁধাঁ, যা ছাত্রদের মেধা বিকাশে সহায়ক।

- **পঞ্চম ফন (الفن الخامس):** হিলা বা কৌশল (الحيل)। শরীয়তের দণ্ডিভুক্ত থেকে বৈধ উপায়ে সমস্যা সমাধানের কৌশল।

- **ষষ্ঠ ফন (الفن السادس):** সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলা (الأشباه)। বিভিন্ন মাসআলার নজির উপস্থাপন।

- **সপ্তম ফন (الفن السابع):** গল্প ও চিঠিপত্র (الحكايات والمراسلات)। ইমামদের জীবনী ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলি।

হানাফী ফিকহে এর ইলমী মূল্য ও গুরুত্ব (القيمة العلمية):

হানাফী মাযহাবে এই কিতাবটির গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এর কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো:

১. প্রথম বিন্যস্ত গ্রন্থ: ইবনে নুজাইমের পূর্বে হানাফী মাযহাবে উসুলুল কারখীর মতো ছোটখাটো কায়দার কিতাব থাকলেও, 'আল-আশবাহ'র মতো এত ব্যাপক ও গোছানো কিতাব ছিল না।

২. মুফতিদের গাইডবুক: একজন মুফতির জন্য ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এই কিতাবটি 'হ্যান্ডবুক' হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে নতুন উদ্ভূত সমস্যার (New Issues) সমাধানে এর কায়দাগুলো জাদুর মতো কাজ করে।

৩. ইস্তিম্বাতের যোগ্যতা: এটি পাঠ করলে ছাত্রদের মাঝে ইস্তিম্বাত বা মাসআলা বের করার যোগ্যতা (মালাকা) তৈরি হয়।

উদাহরণ (أمثلة):

কিতাবে উল্লেখিত একটি কায়দা হলো— "আল-ইয়াকিনু লা ইয়াযুলু বিশ-শাক" (নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূরীভূত হয় না)। এই একটি কায়দা দিয়ে অজু, নামাজ, তালাকসহ হাজারো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

উপসংহার (خاتمة):

পরিশেষে বলা যায়, 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' কেবল একটি কিতাব নয়, বরং এটি হানাফী ফিকহের এক বিশ্বকোষ। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কিতাবের মাধ্যমে ফিকহ শাস্ত্রকে জটিলতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সহজ ও বোধগম্য করে তুলেছেন।

প্রশ্ন-৭: আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-হানাফীর মৃত্যু কখন এবং কোথায় হয়েছিল? তাঁর মৃত্যুর আগে বা সে সময়কার প্রধান ঘটনাগুলো কী ছিল? এবং ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি কী প্রভাব রেখে গেছেন?

(متى وأين كانت وفاة العلامة ابن نجيم الحنفي؟ وما هي أبرز الأحداث التي سبقت أو صاحبت وفاته؟ وما هو الأثر الذي تركه في المكتبة الإسلامية؟)

ভূমিকা (مقدمة):

মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কীর্তিমানদের কীর্তি তাঁদের অমর করে রাখে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) অত্যন্ত স্বল্প হায়াত পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কর্ম তাঁকে ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

ওফাত ও স্থান (الوفاة والمكان):

এই মহান ফকিহ হিজরি ৯৭০ সনের রজব মাসে (১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ৪৪ বছর। তিনি মিশরের কায়রো নগরীতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মৃত্যুর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ঘটনাবলি (الأحداث التي سبقت وفاته):

তাঁর মৃত্যুর সময়ের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ।

- **আল-বাহরুর রায়িক রচনা:** তিনি হানাফী ফিকহের বিখ্যাত কিতাব 'কানযুদ দাকায়িক'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ **'আল-বাহরুর রায়িক'** (البحر الرائق) রচনায় মগ্ন ছিলেন। এটি ছিল এক বিশাল প্রজেক্ট।
- **অসমাপ্ত কাজ:** তিনি লিখতে লিখতে কিতাবের **'বাবুত তায়াম্মুম'** (তায়াম্মুম অধ্যায়) বা মতান্তরে 'বাবুল কাজা' পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মৃত্যুর ডাক আসে এবং তিনি কলম রেখে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান।
- **ভাইয়ের হাতে সমাপ্তি:** পরবর্তীতে তাঁর যোগ্য ভাই ও ছাত্র শায়খ সিরাজুদ্দিন ইবনে নুজাইম এই কিতাবের বাকি অংশ পূর্ণ করেন। এটি ইলমী ইতিহাসের এক আবেগঘন ঘটনা।

ইসলামী লাইব্রেরিতে তাঁর রেখে যাওয়া প্রভাব (الأثر في المكتبة الإسلامية):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) ফিকহি সাহিত্যে যে প্রভাব রেখে গেছেন, তা অতুলনীয়। তাঁর রচিত কিতাবগুলো হানাফী মাযহাবের অমূল্য সম্পদ।

উল্লেখযোগ্য রচনাবলি (أهم مؤلفاته):

১. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর (الأشباه والنظائر): ফিকহি কায়দা বিষয়ক হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

২. আল-বাহরুর রায়িক (البحر الرائق): ফিকহি ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যা তাহকিক ও বিশ্লেষণের জন্য বিখ্যাত।

৩. রাসায়েলে ইবনে নুজাইম (رسائل ابن نجيم): প্রায় ৪১টি ছোট-বড় ফিকহি রিসালা বা পুস্তিকার সংকলন।

৪. আল-ফাতাওয়াস সাদিয়্যা: ফতোয়ার সংকলন।

প্রভাবের ধরণ (نوع التأثير):

তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী শত শত বছর ধরে হানাফী আলেমগণ তাঁর কিতাবগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন। বিশেষ করে 'ফতোয়ায়ে শামী' রচনার ক্ষেত্রে ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) ইবনে নুজাইমের মতামতের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

উপসংহার (خاتمة):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু কর্মমুখর। মাত্র ৪৪ বছরে তিনি যা রেখে গেছেন, তা হাজার বছরের হায়াত পাওয়া অনেক আলেমের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যু হানাফী ফিকহের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ছিল, কিন্তু তাঁর কিতাবগুলো আজও তাঁকে জীবিত রেখেছে।

প্রশ্ন-৮: ইবনে নুজাইমের কিতাব "আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর"-এর সংজ্ঞা কী? এর প্রধান বিষয়বস্তু কী এবং এটি রচনার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
(ما هو التعريف بكتاب "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، وما هو موضوعه الرئيسي وهدفه الأساسي الذي ألف من أجله؟)

ভূমিকা (مقدمة):

হানাফী ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) রচিত 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' একটি মাইলফলক গ্রন্থ। এটি এমন একটি কিতাব যা ফিকহি মাসআলাগুলোকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে একটি সুশৃঙ্খল নীতিমালার অধীনে এনেছে। কিতাবটির নাম, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করা ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

সংজ্ঞা ও নামকরণ (التعريف والتسمية):

কিতাবটির পূর্ণ নাম 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' (الأشباه والنظائر)। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

১. আল-আশবাহ (الأشباه): এটি 'শাবাহ' (شبه) শব্দের বহুবচন।

- *আভিধানিক অর্থ:* সাদৃশ্য বা মেছাল।

- পারিভাষিক অর্থ: এমন সব মাসআলা যা বাহ্যিক ও গঠনগত দিক থেকে একে অপরের মতো দেখতে, কিন্তু বিধান বা হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে।

২. আন-নাযাইর (النظائر): এটি 'নাযির' (نظير) শব্দের বহুবচন।

- *আভিধানিক অর্থ:* সমতুল্য বা দৃষ্টান্ত।
- *পারিভাষিক অর্থ:* এমন সব মাসআলা যা একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং হুকুম বা বিধানের ক্ষেত্রেও এক।

প্রধান বিষয়বস্তু (الموضوع الرئيسي):

এই কিতাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা 'মওজু' হলো 'আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ' (القواعد الفقهية) বা ফিকহি নীতিমালা। অর্থাৎ, শরীয়তের হাজারো আংশিক মাসআলাকে (ফুরুআত) গুটি কয়েক ব্যাপক অর্থবোধক মূলনীতির (কুল্লী কায়দা) আলোকে ব্যাখ্যা করা।

এছাড়াও এতে ফিকহি ধাঁধাঁ (আলগাজ), হিলা-বাহানা (কৌশল), এবং ফিকহি পরিভাষার ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে।

রচনার মূল উদ্দেশ্য (الهدف الأساسي):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর কিতাবের ভূমিকায় এটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- **১. ফিকহকে সহজ করা:** বিক্ষিপ্ত ও অগণিত ফিকহি মাসআলাকে নির্দিষ্ট কিছু কায়দা বা সূত্রের আওতায় এনে মুখস্থ ও আয়ত্ত করা সহজ করা।
- **২. ইস্তিম্বাতের যোগ্যতা সৃষ্টি:** ছাত্রদের মধ্যে 'ফিকহি মালাকা' বা মাসআলা বের করার যোগ্যতা তৈরি করা, যাতে তারা নতুন কোনো সমস্যা সামনে আসলে মূলনীতির আলোকে সমাধান দিতে পারে।
- **৩. মুফতিদের সহায়তা:** ফতোয়া প্রদানের সময় মুফতিরা যেন সহজেই নজির (Nazeer) খুঁজে পান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

- **৪. হানাফী মাযহাবের সংরক্ষণ:** হানাফী মাযহাবের উসূল ও ফুরু-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মাযহাবের ভিত্তি মজবুত করা।

উদাহরণ (أمثلة):

লেখক কিতাবটিতে "আল-ইয়াকিনু লা ইয়াযুলু বিশ-শাক" (নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না)—এই একটি কায়দা বা নীতির অধীনে পবিত্রতা, নামাজ, রোজা থেকে শুরু করে লেনদেন পর্যন্ত শত শত মাসআলার সমাধান একত্রিত করেছেন। এটিই কিতাবের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

উপসংহার (خاتمة):

সারসংক্ষেপে, 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' হলো ফিকহি মাসআলার এক সুশৃঙ্খল দর্পণ। এর নামকরণের সার্থকতা এখানেই যে, এটি সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলাগুলোকে একত্রিত করে এবং এর উদ্দেশ্য হলো ফিকহ চর্চাকে বিজ্ঞানসম্মত ও সহজবোধ্য করা।

প্রশ্ন-৯: 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ (খাসায়িস) উল্লেখ কর, যা একে ফিকহি কায়দার অন্যান্য রচনা থেকে আলাদা করেছে।

اذكر أبرز ميزات (خصائص) كتاب "الأشباه والنظائر" التي تميزه عن غيره (من مؤلفات القواعد الفقهية)

ভূমিকা (مقدمة):

উসুলুল ফিকহ ও ফিকহি কায়দা বিষয়ক অনেক কিতাব রচিত হলেও আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। হানাফী মাযহাবে এর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা একে অন্যান্য কিতাব থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ (الميزات والخصائص):

কিতাবটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো:

১. হানাফী মাযহাবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কায়দা গ্রন্থ:

ইবনে নুজাইমের পূর্বে শাফেয়ী মাযহাবে তাজউদ্দিন আস-সুসকী ও জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) 'আল-আশবাহ' নামে কিতাব লিখলেও, হানাফী মাযহাবে ফিকহি কায়দার ওপর ইবনে নুজাইমই প্রথম এতো ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনা করেন।

২. সুনিপুণ বিন্যাস ও ৭টি ফন (حسن الترتيب):

অন্যান্য কিতাবের মতো তিনি গতানুগতিক অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা করেননি। বরং পুরো কিতাবকে ৭টি ফন বা শিল্পে (الفنون السبعة) ভাগ করেছেন, যা পাঠককে ধাপে ধাপে গভীর ইলমের দিকে নিয়ে যায়। যেমন:

- কায়দা (মূলনীতি)
- ফাওয়াইদ (উপকারিতা)
- আল-জামউ ওয়াল ফারক (পার্থক্যকরণ)
- আলগাজ (ধাঁধাঁ) ইত্যাদি।

৩. সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক (الإيجاز والشمول):

লেখক খুব অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক আলোচনা করেছেন। তিনি ৯৯টি মূল কায়দার মাধ্যমে হাজার হাজার মাসআলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি 'জামে ও মানে' (Comprehensive and Exclusive) হওয়ার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৪. উসূল ও ফুরুর সমন্বয় (الربط بين الأصل والفرع):

এই কিতাবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে শুধু শুকনো নিয়মকানুন বলা হয়নি। বরং প্রতিটি কায়দার সাথে কুরআন, হাদিস ও ফিকহি কিতাব থেকে অজস্র উদাহরণ (ফুরুআত) পেশ করা হয়েছে।

৫. ফিকহি ধাঁধাঁ ও মেধা যাচাই (الألغاز الفقهية):

কিতাবের চতুর্থ ফনে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ফিকহি ধাঁধাঁ (Puzzles) যুক্ত করেছেন। যেমন— "কোন ব্যক্তি রোজা রাখা অবস্থায় পানাহার করল কিন্তু রোজা ভাঙল না?" এ ধরনের প্রশ্ন ছাত্রদের মেধা শানিত করে, যা অন্য কিতাবে সচরাচর দেখা যায় না।

৬. সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা (القبول العام):

রচনার পর থেকেই এটি আরব-আজম নির্বিশেষে সকল হানাফী মাদরাসায় পাঠ্যবই হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। পরবর্তী আলেমদের (যেমন— আল্লামা হামাবী, আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী) ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো এর গুরুত্ব প্রমাণ করে।

পার্থক্য (افراق):

আল-আশবাহ (ইবনে নুজাইম)	অন্যান্য কায়দার কিতাব
হানাফী মাযহাব ভিত্তিক রচনা।	অধিকাংশ শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাব ভিত্তিক।
৭টি ভিন্ন ভিন্ন ফন বা ক্যাটাগরিতে বিভক্ত।	সাধারণ অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস।
প্রচুর ফিকহি উদাহরণ ও ধাঁধাঁ বিদ্যমান।	তাত্ত্বিক আলোচনা বেশি, উদাহরণ কম।

উপসংহার (خاتمة):

'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর'-এর বৈশিষ্ট্য হলো এর অভিনব উপস্থাপনা এবং প্রায়োগিক উপযোগিতা। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কঠিন ফিকহি তত্ত্বগুলোকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, যা এই কিতাবকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে রেখেছে।

প্রশ্ন-১০: কিতাবের বিন্যাস ও বিষয়বস্তু শ্রেণীকরণে লেখক ইবনে নুজাইমের পদ্ধতি (মানহাজ) বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং তিনি কীভাবে মৌলিক নীতিমালা (কুল্লী কায়দা) ও আংশিক মাসআলাগুলোর (জুযঈ আসইলা) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছেন?
اشرح بالتفصيل منهج المؤلف ابن نجيم في ترتيب الكتاب وتصنيفه للمواد (وكيف ربط بين القواعد الكلية والأسئلة الجزئية؟)

ভূমিকা (مقدمة):

উসুলুল ফিকহ ও ফিকহি কায়দা শাস্ত্রের ইতিহাসে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' একটি বৈপ্লবিক সংযোজন 1। এই কিতাব রচনায় লেখক এমন এক অভিনব পদ্ধতি (মানহাজ) অবলম্বন করেছেন, যা পূর্বে হানাফী মাযহাবে আর দেখা যায়নি। তাঁর বিন্যাস পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, যা ফিকহকে সহজবোধ্য করেছে।

বিন্যাস ও শ্রেণীকরণের পদ্ধতি (منهج الترتيب والتصنيف):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) গতানুগতিক অধ্যায়ভিত্তিক (যেমন- কিতাবুত তাহারাত, কিতabus সালাত) আলোচনার পরিবর্তে বিষয়বস্তুর ধরণ অনুযায়ী শ্রেণীকরণের পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। তিনি পুরো কিতাবটিকে ৭টি ফন বা শিল্পে (الفنون السبعة) বিভক্ত করেছেন।

তাঁর শ্রেণীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- **বিষয়ভিত্তিক বিভাজন:** তিনি ফিকহি কায়দা, সূক্ষ্ম পার্থক্য, ধাঁধাঁ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে আলাদা আলাদা বিভাগে সাজিয়েছেন।
- **গুরুত্বের ক্রমানুসারে বিন্যাস:** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'ফিকহি কায়দা' দিয়ে কিতাব শুরু করেছেন এবং তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ 'গল্প ও চিঠিপত্র' দিয়ে শেষ করেছেন।
- **সংক্ষিপ্ততা ও ব্যাপকতা:** তিনি অল্প কথায় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ চয়ন করেছেন (ইজাজ), যাতে ছাত্ররা সহজে মুখস্ত করতে পারে।

মৌলিক নীতিমালা ও আংশিক মাসআলার সংযোগ (الربط بين القواعد والجزئيات):

ইবনে নুজাইম (রহ.) কীভাবে একটি 'কুল্লী কায়দা' (সার্বজনীন নীতি) দিয়ে হাজারো 'জুযঈ মাসআলা' (আংশিক সমস্যা) সমাধান করেছেন, তার পদ্ধতিটি চমৎকার। একে বলা হয় 'তাফরি' বা শাখা বের করা।

১. কায়দা উল্লেখকরণ: প্রথমে তিনি একটি মূলনীতি বা কায়দা উল্লেখ করেন। যেমন: "আল-উমুরু বি-মাকাসিদিহা" (কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল)।

২. দলিল পেশকরণ: এরপর তিনি কুরআন বা হাদিস থেকে এর স্বপক্ষে দলিল দেন।

৩. শাখা মাসআলা (ফুরুআত) বের করা: এরপর তিনি তাহারাত থেকে শুরু করে মিরাস পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায়ের মাসআলা এই কায়দার আলোকে সমাধান করেন।

* উদাহরণ: অজুতে নিয়ত করা সুন্নাত না ফরজ? নামাজে ভুল নিয়ত করলে কী হবে? ইত্যাদি।

৪. ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা) বর্ণনা: কোনো মাসআলা যদি ওই কায়দার হুকুমের বাইরে পড়ে, তবে তিনি 'লু' (لو) বা 'লাকিন' (لكن) শব্দ ব্যবহার করে তা আলাদা করে দেন।

উদাহরণ (أمثلة):

দ্বিতীয় কায়দা "আল-ইয়াকিনু লা ইয়াযুলু বিশ-শাক" (নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না)-এর আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন:

- কেউ যদি ওজু করার বিষয়ে নিশ্চিত থাকে কিন্তু ওজু ভঙ্গের বিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে তার ওজু আছে বলে ধরা হবে। (এটি জুযঈ মাসআলা)।
- এখানে 'নিশ্চয়তা' হলো কুল্লী কায়দা, আর 'ওজুর সন্দেহ' হলো জুযঈ প্রয়োগ।

উপসংহার (خاتمة):

আল্লামা ইবনে নুজাইমের এই পদ্ধতি ছাত্রদের মেধা বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক। তিনি কেবল কায়দা মুখস্ত করাননি, বরং হাতে-কলমে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি মূলনীতি ব্যবহার করে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা যায়। এই 'তাতবিক' বা প্রয়োগপদ্ধতিই কিতাবটিকে অদ্বিতীয় করেছে।

প্রশ্ন-১১: 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের প্রধান বিভাগ ও বিষয়বস্তু কী কী? লেখক কীভাবে প্রতিটি অংশ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, তা স্পষ্ট কর।
ما هي أقسام ومحتويات كتاب "الأشباه والنظائر" الرئيسية؟ وضح كيف (تناول المؤلف كل قسم بالتفصيل؟

ভূমিকা (مقدمة):

'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' কিতাবটি ফিকহি জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই সমুদ্রকে সাতটি প্রধান নদী বা বিভাগে ভাগ করেছেন, যা ফিকহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেয়। এই বিভাগগুলো কিতাবের প্রাণ।

কিতাবের প্রধান বিভাগ ও বিষয়বস্তু (الأقسام والمحتويات):

লেখক পুরো কিতাবকে ৭টি ফন বা বিভাগে সাজিয়েছেন। নিচে প্রতিটি বিভাগের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

প্রথম ফন: ফিকহি কায়দাসমূহ (الفن الأول: القواعد الفقهية)

এটি কিতাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লেখক এটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- **মৌলিক কায়দা (القواعد الكلية):** ২৫টি কায়দা, যা ফিকহের সকল অধ্যায়ে প্রযোজ্য। যেমন: *"ক্ষতি দূর করা আবশ্যক"*।
- **সাধারণ কায়দা (القواعد الفرعية):** ১৮টি কায়দা, যা নির্দিষ্ট কিছু অধ্যায়ে প্রযোজ্য। সর্বমোট এখানে ৯৯টি কায়দা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ফন: উপকারিতা ও বিবিধ মাসআলা (الفن الثاني: الفوائد)

এখানে লেখক এমন কিছু দুর্লভ ও প্রয়োজনীয় মাসআলা এনেছেন, যা সাধারণ ফিকহের কিতাবে পাওয়া যায় না। তিনি 'কিতাবুত তাহারাত' থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা (ফাওয়াইদ) যুক্ত করেছেন।

তৃতীয় ফন: একত্রীকরণ ও পার্থক্যকরণ (الفن الثالث: الجمع والفرق)

এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি অধ্যায়। এখানে এমন দুটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে যা দেখতে হুবহু এক, কিন্তু হুকুম ভিন্ন।

- *উদাহরণ:* নামাজে হাসলে ওজু ভাঙ্গে, কিন্তু জানাজা নামাজে হাসলে ওজু ভাঙ্গে না কেন? এই পার্থক্যগুলো এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে।

চতুর্থ ফন: ফিকহি ধাঁধাঁ (الفن الرابع: الألغاز)

ছাত্রদের মেধা শানিত করার জন্য তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন বা ধাঁধাঁ উপস্থাপন করেছেন।

- *উদাহরণ:* "এমন কোন ব্যক্তি যে ইমামের সাথে নামাজ পড়ল, কিন্তু তার নামাজ হলো না, অথচ ইমামের নামাজ হলো?"

পঞ্চম ফন: হিলা বা কৌশল (الفن الخامس: الحيل)

শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে কীভাবে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বৈধ উপায়ে বের হওয়া যায়, তার কৌশল বর্ণনা করেছেন। এটি মুফতিদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ষষ্ঠ ফন: সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলা (الفن السادس: الأشباه)

এখানে ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ের এমন মাসআলাগুলো একত্রিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কোনো না কোনো মিল রয়েছে। একে অপরের নজির হিসেবে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

সপ্তম ফন: গল্প ও চিঠিপত্র (الفن السابع: الحكايات والمراسلات)

এখানে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও অন্যান্য বড় ইমামদের জীবনী, কাজির দরবারের ঘটনা এবং কিছু ঐতিহাসিক চিঠিপত্র স্থান পেয়েছে, যা পড়ার মাধ্যমে ছাত্রদের অন্তরে ইলমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

ছক: কিতাবের বিভাগসমূহ একনজরে

ক্রমিক	বিভাগের নাম	বিষয়বস্তু
১	আল-কাওয়াইদ (القواعد)	ফিকহি মূলনীতিসমূহ
২	আল-ফাওয়াইদ (الفوائد)	বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা
৩	আল-জামউ ওয়াল ফারক	সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য
৪	আল-আলগাজ (الألغاز)	ফিকহি ধাঁধাঁ
৫	আল-হিয়াল (الحيل)	শরয়ী কৌশল
৬	আল-আশবাহ (الأشباه)	নজিরসমূহ
৭	আল-হিকায়াত (الحكايات)	ঐতিহাসিক ঘটনা

উপসংহার (خاتمة):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) প্রতিটি বিভাগকে অত্যন্ত যত্ন ও গভীরতার সাথে সাজিয়েছেন। প্রথম দিকে কঠিন উসূল দিয়ে শুরু করে শেষ দিকে গল্প ও ইতিহাসের মাধ্যমে তিনি পাঠকের ক্লান্তি দূর করার ব্যবস্থা করেছেন। এই বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুই 'আল-আশবাহ'কে সর্বকালের সেরা কিতাবের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রশ্ন-১২: হানাফী মাযহাবের উসুলুল ফিকহের কিতাব এবং ফিকহি কায়দার কিতাবগুলোর মধ্যে 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের অবস্থান (মানযিলা) কী?

ما هي منزلة كتاب "الأشباه والنظائر" بين كتب أصول الفقه وكتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي؟

ভূমিকা (مقدمة):

হানাফী মাযহাবের বিশাল গ্রন্থভাণ্ডারে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) রচিত 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' (الأشباه والنظائر) এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। এটি গতানুগতিক উসুলুল ফিকহ বা ফতোয়ার কিতাব থেকে ভিন্ন। উসূল ও ফুরু-এর (শাখা মাসআলা) মাঝখানে সেতুবন্ধন হিসেবে এই কিতাবটির অবস্থান অত্যন্ত উচ্চে। ফিকহ বিশেষজ্ঞ ও মুফতিদের নিকট এটি এক অপরিহার্য দলিল।

উসুলুল ফিকহ ও ফিকহি কায়দার মধ্যে অবস্থান (المنزلة بين الفنين):

কিতাবটির সঠিক অবস্থান বোঝার জন্য প্রথমে উসুলুল ফিকহ এবং কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহর পার্থক্য বোঝা জরুরি:

১. উসুলুল ফিকহের কিতাব: এগুলো শরীয়তের দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) থেকে মাসআলা বের করার পদ্ধতি শেখায়। যেমন: 'উসুলুশ শাশী' বা 'নুরুল আনওয়ার'।

২. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর (কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ): এটি উসূলের পরবর্তী ধাপ। দলিল থেকে মাসআলা বের করার পর, অজস্র মাসআলাকে যে সাধারণ যুক্তির (Logic) অধীনে সাজানো হয়, তা-ই এই কিতাবের কাজ।

- **অবস্থান:** এটি উসুলুল ফিকহের তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ফতোয়ার কিতাবের ব্যবহারিক প্রয়োগের **মধ্যবর্তী স্তরে** অবস্থান করে।

হানাফী মাযহাবে এর বিশেষ মর্যাদা (المكانة الخاصة):

হানাফী মাযহাবে এই কিতাবের মর্যাদা নিচে পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো:

- **১. মাযহাবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কায়দা গ্রন্থ:** ইবনে নুজাইমের পূর্বে হানাফী মাযহাবে 'উসুলুল কারখী' বা 'উসুলুদ দাবুসি'র মতো কিতাব থাকলেও, 'আল-আশবাহ'র মতো এত ব্যাপক, সুবিন্যস্ত এবং উদাহরণসমৃদ্ধ কিতাব আর ছিল না। এটি হানাফী মাযহাবের ফিকহি কায়দা শাস্ত্রের **'মাদার বুক'** বা আকর গ্রন্থ।

- **২. মুফতিদের জন্য 'দস্তুরুল আমল' (Constitution):** একজন মুফতি যখন নতুন কোনো সমস্যার (যা কিতাবে সরাসরি নেই) সম্মুখীন হন, তখন তিনি এই কিতাবের কায়দা প্রয়োগ করে সমাধান দেন। একারণে একে মুফতিদের গাইডবুক বলা হয়।

- **৩. ইস্তিম্বাতের চাবিকাঠি:** এটি পাঠকারীকে 'ফকিহুন নাফস' (স্বভাবজাত ফকিহ) হতে সাহায্য করে। এটি মুখস্থ থাকলে হাজার হাজার মাসআলা মুখস্থ রাখার প্রয়োজন হয় না।

পার্থক্য ও তুলনা (الفرق والمقارنة):

নিচে ছক আকারে উসুলুল ফিকহ এবং 'আল-আশবাহ'-এর অবস্থানগত পার্থক্য দেখানো হলো:

বিষয়	উসুলুল ফিকহের কিতাব	আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর
মূল কাজ	দলিল থেকে হুকুম বের করার নিয়ম শেখানো।	বের করা হুকুমগুলো একত্রিত করে সাধারণ নীতিতে ফেলা।
আলোচ্য বিষয়	আম, খাস, আমর, নাহী ইত্যাদি।	ইয়াকিন, শাক, উরফ, ضرر (ক্ষতি) ইত্যাদি।
অবস্থান	ফিকহ বা মাসআলা তৈরির 'মেশিন' বা যন্ত্র।	তৈরি হওয়া মাসআলাগুলো সাজানোর 'লকার' বা আলমারি।

উদাহরণ (أمثلة):

উসুলুল ফিকহের কিতাব শেখায়— 'হাদিসের নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়' (উসুল)।

আর ‘আল-আশবাহ’ শেখায়— ‘কষ্ট বা অসুবিধা সহজতাকে ডেকে আনে’ (কাওয়াইদ)। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে মুসাফিরের নামাজ কসর করা বা অসুস্থ ব্যক্তির বসে নামাজ পড়ার হুকুম সহজে বোঝা যায়।

উপসংহার (خاتمة):

সারসংক্ষেপে, ‘আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর’ হানাফী মাযহাবের মেরুদণ্ডসম। উসুলুল ফিকহের কিতাব যদি হয় গাছের ‘শিকর’, তবে ‘আল-আশবাহ’ হলো সেই গাছের ‘শাখা-প্রশাখা’, যা থেকে মুফতি ও ছাত্ররা সরাসরি ফল আহরণ করে। হানাফী ফিকহের ক্রমবিকাশে এর অবস্থান শীর্ষে।

প্রশ্ন-১৩: 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবটি তাঁর পরবর্তী হানাফী আলেমদের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল? এবং এর উপর রচিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য (শরাহাত) ও টীকাগুলো (তালীকাত) কী কী?

كيف أثر كتاب "الأشباه والنظائر" على علماء الحنفية من بعده؟ وما هي أهم (الشروحات والتعليقات التي ألفت عليه؟)

ভূমিকা (مقدمة):

কোনো কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপ করা যায় পরবর্তী প্রজন্মের ওপর তার প্রভাব দ্বারা। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর ‘আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর’ রচনার পর হানাফী ফিকহ চর্চার জগতে এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী আলেমগণ এই কিতাবকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, এর ওপর অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরাহ) ও টীকা (হাশিয়া) রচিত হয়েছে।

পরবর্তী আলেমদের ওপর প্রভাব (الأثر على العلماء):

এই কিতাবটি হানাফী আলেমদের চিন্তাধারা ও ফিকহি গবেষণায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল:

১. গবেষণার ভিত্তি: পরবর্তীকালের বড় বড় ফকিহ, যেমন— আল্লামা শামী (ইবনে আবেদিন) এবং আল্লামা তাহতাবী (রহ.), তাঁদের ফতোয়া ও কিতাব রচনার ক্ষেত্রে 'আল-আশবাহ'-কে অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

২. পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি: এটি রচনার পর উসমানী খিলাফতসহ মুসলিম বিশ্বের মাদরাসাগুলোর উচ্চতর ফিকহ বিভাগে এটি পাঠ্যবই হিসেবে স্থান করে নেয়, যা আজও বিদ্যমান।

৩. ফিকহি কায়দা চর্চা: আগে ফিকহি কায়দাগুলো বিক্ষিপ্ত ছিল। ইবনে নুজাইমের পর আলেমরা কায়দা বা নীতিমালার আলোকে মাসআলা সমাধানে অধিক মনোযোগী হন।

৪. নতুন মাসআলা সমাধান (Takhrij): আধুনিক যুগে নতুন নতুন সমস্যার (যেমন: ডিজিটাল লেনদেন) সমাধানে সমসাময়িক আলেমরা এখনো 'আল-আশবাহ'-এর কায়দাগুলোর ওপর নির্ভর করেন।

গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ (أهم الشروحات والتعليقات):

'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর'-এর জটিল ও সংক্ষিপ্ত ইবারত (বাক্য) বোঝার জন্য অনেক আলেম এর ব্যাখ্যা লিখেছেন। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো:

ক্রমিক	শরাহ/ভাষ্যগ্রন্থের নাম	রচয়িতা (লেখক)	বৈশিষ্ট্য
১	**গমজুল উয়ুনিল বাসাইর** (غمز عيون البصائر)	আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হামাবী (রহ.)	এটি 'আল-আশবাহ'-এর **সবচেয়ে বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য শরাহ**। এতে প্রতিটি মাসআলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও দলিল দেওয়া হয়েছে।
২	**নুজহাতুন নাওয়াজির** (نزهة النواظر)	আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.)	এটি মূলত 'আল-আশবাহ'-এর ওপর রচিত একটি মূল্যবান টীকা বা হাশিয়া।

			ফতোয়ায়ে শামী লেখকের এই টীকাটি অত্যন্ত তাহকিকপূর্ণ।
৩	**উমদাতুয যাওয়ির** (عمدة الذوي)	শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ওলি আল-কারশী	এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
৪	**তানউইরুল আযহান** (تنوير الأذهان)	আল্লামা আব্দুল গনি আন-নাবুলুসি (রহ.)	তিনি শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এটি ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রভাবের একটি বাস্তব উদাহরণ (مثال عملي):

'আল-আশবাহ'-এর একটি কায়দা— "আল-আদাতু মুহাক্কামাতুন" (সামাজিক প্রথা শরীয়তের ফয়সালাকারী)-এর ওপর ভিত্তি করে আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁর 'রসায়েলে ইবনে আবেদিন' গ্রন্থে 'উরফ' বা প্রথা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইবনে নুজাইমের চিন্তাধারা পরবর্তীদের কীভাবে প্রভাবিত করেছে।

উপসংহার (خاتمة):

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' এমন একটি বরকতময় কিতাব, যা হানাফী ফিকহের প্রবাহকে শানিত করেছে। আল্লামা হামাবী (রহ.)-এর মতো মহান পন্ডিতরা এর ব্যাখ্যা লিখে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। ইলমী গবেষণার ক্ষেত্রে এই কিতাব ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আলেমদের পথ দেখাবে।

আপনার নির্দেশিত 'আল-ফাতাহ' বা 'লেকচার গাইড'-এর আদলে এবং প্রদত্ত উৎস ব্যবহার করে **প্রশ্ন-১৪** ও **প্রশ্ন-১৫** এর উত্তর নিচে তৈরি করে দেওয়া হলো:

প্রশ্ন-১৪: 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর' কিতাবের প্রতি প্রাচীন ও সমসাময়িক আলেমদের মনোযোগ (ইনায়া) ব্যাখ্যা কর, এবং শরয়ী বিধান উদ্ভাবনে এটিকে কেন তারা সূত্র (মারজা) হিসেবে ব্যবহার করেন, তার কারণগুলো স্পষ্ট কর।
وضح عناية العلماء المعاصرين والقدامى بكتاب "الأشباه والنظائر" ومبينا (أسباب لجوئهم إليه كمرجع في استنباط الأحكام)

ভূমিকা (مقدمة):

কোনো কিতাবের মকবুলিয়াত বা গ্রহণযোগ্যতা বোঝা যায় সেটির প্রতি যুগের আলেমদের মনোযোগ দেখে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' এমন একটি কিতাব, যা রচনা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রাচীন (কুদামা) এবং সমসাময়িক (মুয়াসিরিন)—উভয় শ্রেণীর আলেমদের নিকট সমানভাবে সমাদৃত। ফতোয়া প্রদান ও গবেষণায় এটি তাদের নিত্যসঙ্গী।

প্রাচীন ও সমসাময়িক আলেমদের মনোযোগ (عناية العلماء):

১. প্রাচীন আলেমদের (আল-কুদামা) মনোযোগ:

- **ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা:** কিতাবটি রচনার পরপরই হানাফী আলেমগণ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লামা হামাবী (রহ.)-এর *'গমজুল উয়ুনিল বাসাইর'* এবং ইবনে আবেদিন শামী (রহ.)-এর *'নুজহাতুন নাওয়াজির'* এর উজ্জ্বল প্রমাণ।
- **ফতোয়ার ভিত্তি:** তৎকালীন মুফতিগণ জটিল মাসআলা সমাধানে এর কায়দাগুলোর ওপর ভিত্তি করতেন। উসমানী খিলাফতের বিচারালয়ে (মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া) এই কিতাবের কায়দাগুলো আইনের ধারা হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

২. সমসাময়িক আলেমদের (আল-মুয়াসিরিন) মনোযোগ:

- **বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম:** বর্তমানে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারত-বাংলাদেশের কওমি ও আলিয়া মাদরাসার উচ্চতর ফিকহ গবেষণায় (ইফতা) এটি আবশ্যিক পাঠ্য।

- **আধুনিক সমস্যার সমাধান:** বর্তমান যুগের নতুন নতুন সমস্যা (যেমন: শেয়ার মার্কেট, ডিজিটাল কারেন্সি, টেস্টটিউব বেবি) সমাধানের জন্য গবেষকরা এই কিতাবের 'কুল্লী কায়দা' বা মৌলিক নীতিমালার শরণাপন্ন হন।

শরয়ী বিধান উদ্ভাবনে 'মারজা' বা সূত্র হিসেবে ব্যবহারের কারণ (أسباب اللجوء إليه):

কেন আলেমগণ বিধান উদ্ভাবন বা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে বারবার এই কিতাবের দিকে ফিরে আসেন, তার প্রধান কারণগুলো হলো:

১. ব্যাপকতা ও সংক্ষিপ্ততা (الشمول والإيجاز):

কিতাবটিতে মাত্র ৯৯টি কায়দার মাধ্যমে হাজার হাজার মাসআলার সমাধান দেওয়া হয়েছে। মুফতিদের জন্য হাজারো মাসআলা মুখস্থ রাখার চেয়ে কয়েকটি কায়দা মনে রাখা সহজ। তাই এটি তাদের 'হ্যান্ডবুক' হিসেবে কাজ করে।

২. নতুন মাসআলার সমাধান (Takhrij):

শরীয়তের মূলনীতি হলো—মাসআলা অসীম কিন্তু নস (কুরআন-হাদিস) সসীম। ইবনে নুজাইম এমন কিছু 'ইউনিভার্সাল রুলস' বা সর্বজনীন নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন, যা দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যেকোনো সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব।

- *উদাহরণ:* **"আল-উমুরু বি-মাকাসিদিহা"** (নিয়তের ওপর কাজের ফলাফল নির্ভরশীল)—এই কিতাবের এই নীতিটি ব্যবহার করে আধুনিক ব্যাংকিং লেনদেনের হুকুম নির্ধারণ করা হচ্ছে।

৩. হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ অবস্থান:

ইবনে নুজাইম (রহ.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ (মুফতা বিহি) কওলগুলো বাছাই করেছেন। ফলে মুফতিরা নিশ্চিন্তে এই কিতাবের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

উপসংহার (خاتمة):

'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' কেবল একটি বই নয়, এটি ফিকহি গবেষণার একটি পদ্ধতি। প্রাচীন আলেমরা একে ফতোয়ার ভিত্তি বানিয়েছিলেন, আর সমসাময়িক আলেমরা একে আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার হাতিয়ার বানিয়েছেন। একারণেই এটি সর্বযুগে 'মারজা' বা আস্থার প্রতীক হয়ে আছে।

প্রশ্ন-১৫: হানাফী মাযহাবের জটিল ফিকহি মাসয়ালা সমাধানে "আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর" কীভাবে অবদান রেখেছে, তা ব্যাখ্যা কর এবং এটি স্পষ্ট করার জন্য একটি বাস্তব উদাহরণ দাও।
كيف ساهم "الأشباه والنظائر" في حل المسائل الفقهية المعقدة في المذهب (الحنفي مع ذكر مثال عملي يوضح ذلك؟)

ভূমিকা (مقدمة):

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনে নতুন নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়, যাকে ফিকহি পরিভাষায় 'নাওয়াজিল' বা উদ্ভূত সমস্যা বলা হয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' হানাফী মাযহাবের এমন সব জটিল ফিকহি মাসআলার জট খুলে দিয়েছে, যা সাধারণ দৃষ্টিতে সমাধান করা কঠিন ছিল।

জটিল মাসআলা সমাধানে অবদান রাখার পদ্ধতি (كيفية المساهمة):

ইবনে নুজাইম (রহ.) তিনটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে জটিলতা নিরসন করেছেন:

১. কাওয়াইদ বা নীতিমালার প্রয়োগ (التطبيق بالقواعد): তিনি বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলোকে একটি সাধারণ সূত্রের আওতায় এনেছেন। ফলে জটিল বিষয়টি সহজ হয়ে গেছে।

২. সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয় (الجمع والفرق): অনেক মাসআলা দেখতে একই রকম কিন্তু হুকুম ভিন্ন। তিনি 'ফন-৩' (আল-জামউ ওয়াল ফারক)-এ এসব সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখিয়ে বিভ্রান্তি দূর করেছেন।

৩. উরফ বা প্রথার মূল্যায়ন (اعتبار العرف): অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয় সামাজিক প্রথা পরিবর্তনের কারণে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রথা পাল্টালে হুকুমও পাল্টে যেতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ (مثال عملي):

নিচে একটি ঐতিহাসিক ও জটিল ফিকহি মাসআলার সমাধান দেওয়া হলো যা এই কিতাবের নীতিমালার আলোকে সমাধান করা হয়েছে:

- জটিল সমস্যা:

প্রাচীন হানাফী ফকিহদের মতে, কুরআন শিক্ষা বা আজান দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ ছিল না। কারণ এটি ইবাদত। কিন্তু পরবর্তী যুগে মানুষ দ্বীন শিক্ষা থেকে বিমুখ হতে থাকে এবং শিক্ষকরা অভাবে পড়ে যান। এটি ছিল এক বিশাল সংকট।

- 'আল-আশবাহ'-এর আলোকে সমাধান:

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এবং পরবর্তী হানাফী ফকিহগণ এই জটিলতা নিরসনে "আদ-দারারু ইউযালু" (ক্ষতি দূর করতে হবে) এবং "আল-আদাতু মুহাক্কামাতুন" (সামাজিক প্রথা ফয়সালাকারী) কায়দা ব্যবহার করেন।

  - **মূলনীতি প্রয়োগ:** যদিও ইবাদতের বিনিময় নেওয়া নিষেধ, কিন্তু দ্বীন রক্ষা করা (দ্বীনের ক্ষতি দূর করা) আবশ্যক। বর্তমান যুগের প্রথা (উরফ) এবং প্রয়োজন (জরুরত) দাবি করে যে, শিক্ষকদের বেতন না দিলে দ্বীন হারিয়ে যাবে।

- **সিদ্ধান্ত:** তাই এই কায়দার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী হানাফী আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, বর্তমানে কুরআন শিক্ষা ও ইমামতির বিনিময় নেওয়া জায়েজ।

উপসংহার (خاتمة):

এভাবেই 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' কিতাবটি অন্ধভাবে কেবল পূর্ববর্তীদের অনুকরণ না করে, ফিকহি মূলনীতি বা 'উসূল' প্রয়োগের মাধ্যমে যুগের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছে। এই কিতাবটি শেখায় যে, ফিকহ কোনো স্থবির বিষয় নয়, বরং এটি একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান যা প্রতিটি জটিলতার সমাধান দিতে সক্ষম।